রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ২৫, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১১ আষাঢ়, ১৪২৫ মোতাবেক ২৫ জুন, ২০১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ১১ আষাঢ়, ১৪২৫ মোতাবেক ২৫ জুন, ২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ২৪/২০১৮

বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে যৌতুক গ্রহণ বা প্রদান নিরোধ সংক্রান্ত আইন রহিতক্রমে উহার বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্যে আনীত বিল

বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে যৌতুক গ্রহণ বা প্রদান নিরোধ সংক্রান্ত আইন রহিতক্রমে উহার বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে,—

(ক) **"পক্ষ"** অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিবাহের বর বা কনে অথবা বর বা কনের পিতা-মাতা অথবা বর বা কনের পিতা-মাতার অবর্তমানে বৈধ অভিভাবক অথবা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সহিত জড়িত বর বা কনে পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তি; এবং

(খ) **"যৌতুক"** অর্থ বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষের নিকট বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বশর্ত হিসাবে বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ অব্যাহত রাখিবার শর্তে, বিবাহের পণ বাবদ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, দাবিকৃত বা বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে প্রদত্ত বা প্রদানের জন্য সম্মত কোন অর্থ-সামগ্রী বা অন্য কোন সম্পদ, তবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন প্রযোজ্য হয় এমন ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে দেনমোহর বা মোহরানা অথবা বিবাহের সময় বিবাহের পক্ষগণের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা শুভাকাঙ্ক্ষী কর্তৃক বিবাহের কোন পক্ষকে প্রদত্ত উপহার-সামগ্রী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৩। **যৌতুক দাবি করিবার দণ্ড**।—যদি বিবাহের কোন এক পক্ষ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বিবাহের অন্য কোন পক্ষের নিকট কোন যৌতুক দাবি করেন, তাহা হইলে উহা হইবে এই আইনের অধীন একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কিন্তু অন্যূন ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৪। **যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ, ইত্যাদির দণ্ড**।—যদি বিবাহের কোন এক পক্ষ যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করেন অথবা যৌতুক প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করেন বা যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের উদ্দেশ্যে চুক্তি করেন, তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কিন্তু অন্যূন ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫। **যৌতুক সংক্রান্ত চুক্তি ফলবিহীন** ।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ সংক্রান্ত কোন চুক্তি ফলবিহীন (void) হইবে।

৬। **মিথ্যা মামলা দায়ের, ইত্যাদির দণ্ড**।—যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে মামলা বা অভিযোগ করিবার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭। **অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা, ইত্যাদি।**—এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং আপসযোগ্য হইবে।

৮। **অপরাধের বিচার, ইত্যাদি।**—এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৯। **বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Dowry Prohibition Act, 1980 (Act No. XXXV of 1980) অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত Act এর অধীন দায়েরকৃত কোন মামলা বিচারাধীন থাকিলে বা কোন মামলা তদন্তাধীন বা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন উক্ত Act রহিত হয় নাই।

১১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইন ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সম-অধিকারের বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৭৯ এর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে নারী অধিকার বিষয়ক অনেক নীতিমালাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ সত্ত্বেও বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা এক ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। এর কারণে অনেক সময় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাধাগ্রস্ত হয়। এ যৌতুক প্রথা অবসানের লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে প্রণীত হয় "The dowry Prohibition Act, 1980"। এছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন সুসংহত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার "বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭" সহ নারীবান্ধব বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতির ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রায় শীর্ষে। এসডিজির লক্ষমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় বিধি বিধান অনুযায়ী নারীসমাজকে তাদের সুযোগ-সুবিধা-অধিকার প্রাপ্যতার বণ্টনও করতে হবে।

মন্ত্রিসভা বৈঠকের ২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের ১৫.২ সিদ্ধান্তের আলোকে "The dowry Prohibition Act, 1980" এবং পরবর্তীতে ১৯৮২, ১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালে ইংরেজিতে প্রণীত অধ্যাদেশ তিনটি পর্যালোচনা করে সংশোধন এবং পরিমার্জনক্রমে "যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে মোট ১১ টি ধারা যুক্ত করা হয়েছে। এ আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে, কেউ যৌতুকের দাবি করলে তার অনধিক সাজা হবে ০৫ (পাঁচ) বছর কারাদণ্ড কিন্তু অন্যূন ০১ (এক) বছর অথবা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। এছাড়া যৌতুক প্রদান, গ্রহণ বা যৌতুকে সহায়তা বা চুক্তি করলেও একই সাজা। তবে যৌতুকের বিষয়ে আদালতে মিথ্যা মামলা দায়ের করলে আদালত বাদীকে অনধিক ০৫ (পাঁচ) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন। যৌতুক নিয়ে মিথ্যা মামলার জন্য আইনে এতদিন কোনো জেল বা জরিমানার বিধান ছিল না। এ আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং আপসযোগ্য। সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act no. V of 1898) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে।

মেহের আফরোজ
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

আ. ই. ম গোলাম কিবরিয়া
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd